পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ব্যবস্থাপনা

ক. জমি তৈরি ও সার ব্যবস্থাপনা

- পুকুর পাড়ে চাষযোগ্য সবজি
  - গ্রীষ্মকালীন: করলা, শশা, মিষ্টি কুমড়া, চিচিঙ্গা ইত্যাদি
  - শীতকালীন: লাউ, শিম, টমেটো, বরবটি ইত্যাদি
- আদর্শ মাদা: দৈর্ঘ্য ১ হাত X প্রস্থ ১ হাত X গভীরতা মুঠুম হাত করতে হবে
- প্রতিটি মাদায় ২টি সুস্থ সবল চারা রাখতে হবে
- বীজের আকারের চেয়ে দ্বিগুণ গভীরতায় বপন করতে হবে
- মাদায় পরিমাণ মতো জৈব (গোবর) ও অজৈব (টিএসপি, এমওপি, বোরণ, জিপসাম ও দস্তা) সার ব্যবহার করতে হবে
- চারা গজানো পর শুধু ইউরিয়া এবং এমওপি সার পরিমাণ মতো ব্যবহার করতে হবে

খ. বালাই ব্যবস্থাপনা

- নিম মিক্সার দ্রবণ: নিম পাতা ৫০০ গ্রাম, নিমছাল ২৫০ গ্রাম, পানি ৫ লিটার, ডিটার্জেন্ট গুঁড়া ৫০ গ্রাম, তুঁতে ১০ গ্রাম এবং সোহাগা ৫ গ্রাম একসঙ্গে ৪০-৫০ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে দ্রবণটি সবজিতে স্প্রে করতে হবে
- সেক্স ফেরোমেন ও আলোর ফাঁদ জৈব বালাই নাশক হিসাবে করতে হবে

গ. আহরণ

পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য মাঝে মাঝে সবজি আহরণ করে খাওয়া উচিত

পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ ও পাড়ে সবজি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব (১০ শতাংশ)

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
মাছ চাষ সংক্রান্ত খরচ			
ক. পুকুর প্রস্তুতি, সার ও অন্যান্য			১,২০০
খ. মাছের পোনা (৬৬টি/শতাংশ)	৬৬০টি	৩	১,৯৮০
গ. সম্পূরক খাদ্য	২০০ কেজি	৩০	৬,০০০
ঘ. অন্যান্য খরচ (লেবার, বাজারজাতকরণ)			১,০০০
ঙ. মোট খরচ (ক+খ+গ+ঘ)			১০,১৮০
চ. মাছের উৎপাদন (১৫ কেজি/শতাংশ)	১৫০ কেজি	১৩০	১৯,৫০০
সবজি চাষ সংক্রান্ত খরচ			
ছ. সবজির জমি, মাদা তৈরি ও সার			২,৫০০
জ. বীজ ও মাচা তৈরি			৭,৫০০
ঝ. লেবার, বাজারজাতকরণ ও অন্যান্য			২,৫০০
ঞ. মোট খরচ (ছ+জ+ঝ)			১২,৫০০
ট. সবজির উৎপাদন	৭০০ কেজি	২৫	১৭,৫০০
ঠ. নীট লাভ ঠ = (চ-ঙ)+(ট-ঞ)			১৪,৩২০

USAID Disclaimer: "This Leaflet is made through support provided by the United States Agency for International Development (**USAID**). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

WorldFish

বাড়ি-২২ বি, সড়ক-৭, ব্লক-এফ, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮১৩২৫০
ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৮৮১১১৫১

বাড়ি-২২৫, সড়ক-১৪
নিরালা আবাসিক এলাকা
খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৭৩০৩০০০৩৮

Photo Credit:Masudur Rahaman

বসতবাড়ির পুকুরে মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ

অ্যাকুয়াকালচার ফর ইনকাম অ্যান্ড নিউট্রিশন
ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া অফিস

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

WorldFish

বসতবাড়ির পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

ক. মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন:

শীতের শেষে পুকুরের পাড় ও তলা সংস্কার এবং জলজ আগাছা দমন করতে হবে। পুকুরের তলার কালো ও পচা কাদা অপসারণ করতে হবে। এ কাজগুলি করলে-

- পাড় মজবুত হয়
- বৃষ্টি-বন্যার পানি কিংবা রাক্ষুসে মাছ প্রবেশ করতে পারে না
- পানিতে সূর্যের আলো পড়ে ও পুকুরের তলা দূষিত গ্যাস মুক্ত হয়

রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূরীকরণের উপায়:

- পুকুর শুকিয়ে বা
- বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে অথবা
- রোটেনন প্রয়োগ করে

প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ৯.১ শক্তিমাত্রার ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োজন।

পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগ:

পানি ভর্তি বা শুকনো পুকুরে চুন গুলিয়ে শতাংশে ১ কেজি হারে সূর্যালোকিত সকালে (৯-১০টা) প্রয়োগ করতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের ১-২ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ:

- গোবর বা কম্পোস্ট: প্রতি শতাংশে ৬-১০ কেজি
- ইউরিয়া: প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ গ্রাম এবং
- টিএসপি: প্রতি শতাংশে ৭৫-১০০ গ্রাম

টিএসপি আগের রাতে তিনগুণ পানিতে গুলিয়ে পরদিন সূর্যালোকিত সকালে (৯-১০টা) ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরের অগভীর অংশে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা:

হাত পদ্ধতি, গামছা-গ্লাস পদ্ধতি কিংবা সেকিডিস্ক পদ্ধতিতে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে হবে। হাপাতে কিংবা পাতিলে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে কমপক্ষে ৪-৫ ঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করতে হবে।

খ. মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ:

প্রজাতি	যে স্তরে বাস করে	আকার (ইঞ্চি)	সংখ্যা/শতাংশ	
			নমুনা-১	নমুনা-২
সিলভার কার্প	উপর স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
কাতলা	উপর স্তর	৪-৫	৬-৭	৬-৮
রুই	মধ্য স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
মৃগেল	নিম্ন স্তর	৪-৫	১০	০
কমন কার্প	নিম্ন স্তর	৪-৫	০	৪-৬
গ্রাস কার্প	সকল স্তর	৪-৫	০	১-২
থাই সরপুঁটি	সকল স্তর	২-৩	১৫	১৫-২০
তেলাপিয়া	সকল স্তর	২-৩	৮	০
মোট			৫৫-৬০	৪৬-৬৬

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে শতাংশে ৮০-১০০টি মলা মজুদ করলে পারিবারিক পুষ্টি পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করা যায়।

পোনা বাছাই, পরিবহণ, অভ্যস্তকরণ ও মজুদ:

- পোনা বাছাইয়ের সময় উজ্জ্বল, ঝকঝকে ও সতেজ পোনা বাছাই করতে হবে
- যে কোনো পাত্রে ১০ লিটার পানিতে ১-২ কেজি পোনা পরিবহণ করতে হবে
- কমপক্ষে ২৫-৩০ মিনিট ধরে পানিতে পোনা অভ্যস্তকরণ করে মজুদ করতে হবে

গ. মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

মজুদ পরবর্তী সার ও চুন প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা:

মজুদ পরবর্তী প্রাকৃতিক খাদ্য বাড়ানোর জন্য প্রতি শতাংশে প্রতি সপ্তাহে সার প্রয়োগ করতে হবে-

- গোবর: ১-২ কেজি
- ইউরিয়া: ৫০-১০০ গ্রাম
- টিএসপি: ২৫-৫০ গ্রাম
- চুন: প্রতি ২-৩ মাস পরপর প্রতি শতাংশে ২৫০-৩০০ গ্রাম

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ:

সাধারণত ১০০ কেজি মাছের জন্য ২-৫ কেজি হারে সম্পূরক খাবার দিতে হবে। কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মাত্রা:

উপাদানের নাম	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম
গমের ভুষি	২০০	১৫০	২৫০
চালের কুড়া	৫০০	২৫০	৩০০
সরিষার খৈল	২০০	৪০০	২৫০
ফিশমিল	-	১০০	১০০
আটা বা চিটাগুঁড়	১০০	১০০	১০০
মোট	১,০০০	১,০০০	১,০০০

হররা টানা ও নমুনায়ন:

- পুকুরের তলদেশের ক্ষতিকর গ্যাস দূর করতে এবং তলদেশের পুষ্টিকর উপাদান বের করে আনার জন্য প্রতি মাসে ১-২ বার হররা টানতে হবে
- পুকুরে মাছের বৃদ্ধির হার, রোগবালাই, বেঁচে থাকার হার ও সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য প্রতি মাসে ১-২ বার মোট মাছের ৫-৬% নমুনায়ন করতে হবে

মাছ চাষের কিছু সাধারণ সমস্যা:

- **ক্ষতরোগ:** প্রতিকারের জন্য শীতের আগেই পুকুরে (৩.৫ ফুট গভীরতার জন্য) শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ অথবা ৫০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করা। পরবর্তিতে উল্লেখ্য মাত্রার ২ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ ১ মাস পরপর (শীতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত) প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়
- **ঘোলাত্ব:** প্রতিকারের জন্য প্রতি শতাংশে চুন ১ কেজি অথবা জিপসাম ১.৫-২ কেজি অথবা ধানের খড় আঁটি বেঁধে ১-১.৫ কেজি প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়
- **সবুজ স্তর:** প্রতিকারের জন্য সার ও খাবার বন্ধ রাখতে হবে এবং খড় দড়ির ন্যায় পেঁচিয়ে সবুজ স্তর তুলে ফেলতে হবে
- **লাল স্তর:** প্রতিকারের জন্য শতাংশে ২-৩ বার ১০০-১৫০ গ্রাম চুন (১০-১২ দিন পরপর) প্রয়োগ করতে হবে অথবা সবুজ স্তরের ন্যায় তুলে ফেলতে হবে

ঘ. আহরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা

- আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদের মাধ্যমে ছোট মাছ বড় হবার সুযোগ দিতে হবে
- আংশিক আহরণের ক্ষেত্রে ১০০টি মাছ ধরলে ১১০-১১৫টি মাছ পুনরায় মজুদ করতে হবে
- পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য মাঝে মাঝে মলা মাছ ধরে খাওয়া উচিত
- মাছের আকার, বাজার মূল্য ও চাহিদার ওপর ভিত্তিকরে মাছ বাজারজাত করতে হবে